দৈনিক জনকণ্ঠ

56

তারিখ ...02 AUG 1995...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৩

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

'প্রশ্ন ব্যাংক' নিয়ে আর প্রশ্ন নয়

আগামী '৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষা-কারিকুলামের প্রশ্ন ব্যাংক নিয়ে ইদানীং ছাত্র মহলে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তা নিরসন করে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক তথ্য বিবরণী প্রকাশ করেছে।

সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা বহাল রাখা নিয়ে দেশের বিভিন্নস্থানে যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী সিদ্ধান্ত তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে— বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুষ্ঠুভাবে ঘোষণা করেছে যে, আগামী ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষা-কারিকুলাম থেকে প্রশ্ন ব্যাংক পরিহার করা হয়েছে।

উল্লেখ করা দরকার, সম্প্রতি এই প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি বহাল রাখার জন্য দেশের একশ্রেণীর ছাত্র সমাজ যে দাবি উত্থাপন করেছিল তা সরকারের কাছে গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হয়নি। ফলে আগামী সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষা থেকে প্রশ্নব্যাংক তুলে দিয়ে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে সমগ্র বই থেকে প্রশ্ন করা হবে এবং নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রশ্নের উভয় ক্ষেত্রেই পৃথকভাবে পাস নম্বর অর্জন করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রশ্ন ব্যাংক পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত তথ্য বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় আশাতীত নম্বর পেলেও ঈপ্সিত জ্ঞান অর্জন করতে পারছে না। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন নমুনা প্রশ্ন ব্যাংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। ফলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগতমান যারপর নেই দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সরকারী তথ্য বিবরণীতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরীক্ষা পদ্ধতির এই বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ মহলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্ন ব্যাংকে পরীক্ষা পদ্ধতি পরিহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বলা দরকার যে, সরকারের এই সিদ্ধান্তে নাকি দেশের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ মহলও স্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু পক্ষান্তরে দেশে ছাত্র সমাজ সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মাধ্যমে ভাংচুর ও অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল সে কথাও দেশবাসীর অজানা নেই।

বস্তুতপক্ষে শিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যিকার অগ্রগতি যাতে অর্জিত হয়, শিক্ষার্থীর শিক্ষার মান ও জ্ঞানের পরিধি যাতে বৃদ্ধি হয় তার প্রতি আমরা গুরুত্ব দিতে চাই। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সঙ্গেই এ কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, যে কোন কারণেই হোক, আমাদের দেশের শিক্ষাকে নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই যেন এক ধরনের প্রহসন চলছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর নামে এক এক সময়ে এক এক ধরনের সিদ্ধান্ত, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যসূচী প্রণয়নে ঘাপলা এবং সেই সাথে পরীক্ষার খাতা দেখার ব্যাপারে কম্পিউটার পদ্ধতি ইত্যাদি দিয়ে যে সব তুলকালাম ঘটনা ঘটে গেছে সে কথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা ব্যবস্থার অগ্রগতির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সজাগ থাকা সত্ত্বেও এবং শিক্ষা খাতে সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলোদয় যে ঘটছে না তা সকলেই অবগত আছেন।

শুধু শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষার হারই আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে না, শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য, শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা যে আজ ভূলুণ্ঠিত সে কথাও আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সম্প্রতি প্রশ্ন ব্যাংক পদ্ধতি নিয়ে দেশব্যাপী ভাংচুর ও অরাজকতার বহির্প্রকাশ ঘটিয়ে শিক্ষার্থীরা যে নজির সৃষ্টি করেছে এটাকে নতুন কোন ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করার অবকাশ নেই। এই ঘটনা ইতোপূর্বে শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনারই সমষ্টিগত ধারাবাহিকতার জের ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাইমারি থেকে সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শিক্ষাঙ্গনে এই একই চেহারা আজ সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে।

আসল কথা হচ্ছে, শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে হয়ত পরিকল্পনার অভাব বিদ্যমান রয়েছে। না হলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে অনীহ কেন হবে? নাকি অন্য কোন স্থানে কোন ফাঁক আছে? গলদ হয়ত আছে এবং সেই গলদটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। কারণ, শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার সরকারী তাগিদ থাকবে, অর্থও ব্যয় হবে কিন্তু শিক্ষার হার বাড়বে না বরং শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য থমথম করবে, সন্ত্রাস ব্যাপক হবে, হত্যা-খুনে শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা নষ্ট হবে— তা তো চলতে দেয়া যায় না।

বস্তুতপক্ষে কেবলমাত্র প্রশ্ন ব্যাংক পরীক্ষা পদ্ধতিতে থাকবে কি থাকবে না এটাই আজ কোন বড় প্রশ্ন নয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আজ শিক্ষার অগ্রগতির জন্য, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এবং একটি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার জন্য বৃহত্তর ও বাস্তবমুখী শিক্ষা কাঠামো তৈরি করা দরকার। না হলে, বছর বছর শিক্ষাকে নিয়ে পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ নিয়ে সমস্যাই কেবল সৃষ্টি করা হবে না, সেই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমশ পশ্চাদের দিকেই ঠেলে দেয়া হবে। এ অবস্থার অবসান হোক এটাই আমরা আশা করছি।